২.১ **ক্রিয়াপদ কাকে বলে?**

উত্তর বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে **ক্রিয়াপদ** বলে।

২.২ **ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?**

উত্তর ক্রিয়াপদের যে রূপের দ্বারা কোনো কাজ কোন্ সময় হয়, হয়েছিল বা হবে বোঝায় তাকে **ক্রিয়ার কাল** বলে।

২.৩ **ক্রিয়ার কাল কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর ক্রিয়ার কাল **তিন** প্রকার। **যথা—অতীত কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল।**

২.৪ **বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর কোনো কাজ বর্তমান সময়ে চলছে বোঝালে ক্রিয়ার সেই কালকে **বর্তমান কাল** বলে। **যেমন—আমি বিদ্যালয়ে যাই।**

২.৫ **বর্তমান কাল কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর বর্তমান কাল **চার** প্রকার। **যথা—**(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল, (২) ঘটমান বর্তমান কাল (৩) পুরাঘটিত বর্তমান কাল, (৪) বর্তমান কালের অনুজ্ঞা।

২.৬ **সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর যে ক্রিয়ার কাজ সাধারণত বা বরাবর ঘটে অথবা চিরন্তন সত্য বোঝাতে ক্রিয়ার যে রূপ ব্যবহার হয় তাকে **সাধারণ** বা **সামান্য** বা **নিত্য বর্তমান কাল** বলে। **যেমন : আমি ভাত খাই। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। সে বই পড়ে। 'ওরা চিরকাল টানে দাঁড়'** ইত্যাদি।

▸ এই ক্রিয়ার কালকে অতীতে ঘটা কোনো ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনায় ব্যবহার করলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন : সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন।

২.৭ **ঘটমান বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর কোনো কাজ বর্তমান কালে চলছে যা এখনও শেষ হয়নি এই রূপ বোঝালে ক্রিয়ার সেই কালকে **ঘটমান বর্তমান কাল** বলে। **যেমন**—রাম বই **পড়ছে**। শিশুটি **খেলছে** ইত্যাদি।

২.৮ **পুরাঘটিত বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর বর্তমান কালের যে ক্রিয়ার কাজ এই মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল বা রেশ রয়ে গেছে বোঝাতে **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** হয়। **যেমন :** আমি স্নান **করেছি**। শুনেছি সে চাকরি **পেয়েছে**। তনু সিনেমাটি **দেখেছে** ইত্যাদি।

২.৯ **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা কাকে বলে?**

উত্তর বর্তমান কালে, অনুরোধ, মিনতি, উপদেশ ইত্যাদি বোঝাতে **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা** হয়। **'ওঠো, নিজের কাজ করো'** ইত্যাদি।

২.১০ **অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর কোনো কাজ অতীত সময়ে হয়ে গেছে এই রূপ বোঝালে ক্রিয়ার সেই কালকে **অতীত কাল** বলে। **যেমন—আমি বইটি পড়েছিলাম।**

২.১১ **অতীত কাল কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর ক্রিয়া সংঘটনের সূক্ষ্মতার বিচারে অতীত কাল **চার** প্রকার। **যথা—**(১) সাধারণ বা নিত্য অতীত কাল, (২) ঘটমান অতীত কাল, (৩) পুরাঘটিত অতীত কাল, (৪) নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

২.১২ সাধারণ বা নিত্য অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর যে কাজটি অনির্দিষ্ট অতীতে ঘটে গেছে সেই ক্রিয়ার কালকে সাধারণ বা নিত্য অতীত কাল বলে। যেমন—তুমি খেলে। আমি বিদ্যালয়ে গেলাম ইত্যাদি।

২.১৩ ঘটমান অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর অতীত কালে কোনো কাজ চলছিল এইরূপ বোঝালে ক্রিয়ার সেই কালকে ঘটমান অতীত কাল বলে। যেমন—রাম ঘুমাইতেছিল। আমি খেলিতেছিলাম। সে মন দিয়ে পড়ছিল ইত্যাদি।

২.১৪ পুরাঘটিত অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর অতীত কালে যে কাজটি ঘটে গিয়েছে কিন্তু তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এখন আর বর্তমান নেই এইরূপ বোঝালে ক্রিয়ার সেই কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। যেমন—পুলিশ আসবার আগেই চোরটিকে ধরা গিয়েছিল। বহু আগে আমরা একবার দিল্লি গিয়েছিলাম। কমল ঘরে বসিয়াছিল ইত্যাদি।

২.১৫ নিত্যবৃত্ত অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর অতীত কালে কোনো কাজ নিয়মিত হত কিংবা প্রায়ই হত বোঝালে, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলে। যথা : মায়ের মুখে মহাভারত পড়া শুনিত। তার মন উদাস হয়ে যেত। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। আমরা বাগানে বসতাম। তিনি প্রত্যহ আমাদের বাড়ি আসতেন। মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। গাছটার দিকে চাহিয়া তার মন কেমন করিত। এরকম—দেখতাম, চাইত, হাসতেন, বলতেন, খেতেন, পড়াতেন, পড়তেন ইত্যাদি।

২.১৬ ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর কোনো কাজ আগামী ভবিষ্যতে ঘটবে এমনটা বোঝালে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন—আমরা খেলা করিতে থাকিব।

২.১৭ ভবিষ্যৎ কাল কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ভবিষ্যৎ কাল চার প্রকার। যথা—(১) সাধারণ বা নিত্য ভবিষ্যৎ কাল, (২) ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল, (৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল, (৪) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

২.১৮ সাধারণ বা নিত্য ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর যে কাজ এখনও সংঘটিত হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটবে এরূপ বোঝালে তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন—রামবাবু যাবেন। রমা রুটি খাইবে। আমি তোমাকে জানাব ইত্যাদি।

২.১৯ ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ চলতে থাকবে এমন বোঝালে তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন—তোমরা ঘুমাইতে থাকিবে। বৃষ্টি হইতে থাকিবে। আন্দোলন চলতে থাকবে ইত্যাদি।

২.২০ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর যে ক্রিয়ার কাজ অতীত বা বর্তমানে হয়তো ঘটে থাকতে পারে বা ঘটবে এমন সম্ভাবনা রয়েছে এই রূপ সন্দেহ প্রকাশ পেলে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন—আমার চিঠিখানা বোধ হয় তিনি এতদিন পাইয়া থাকিবেন। লোকটি হয়তো আমি আগে দেখে থাকব ইত্যাদি।

২.২১ ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝ?

উত্তর যে ক্রিয়াপদের দ্বারা ভবিষ্যতের কোনো আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা প্রভৃতি বোঝায়, তাকে ভবিষ্যৎ কাল অনুজ্ঞা বলে। যথা : ভালো হয়ে চলবে। তুমি কাল স্কুলে যেও। অহংকারী হইও না। দেরি করিস্ না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। গুরুজনের কথা শুনবে।

২.২২ ক্রিয়ার ভাব কাকে বলে?

উত্তর 'ভাব' কথাটির অর্থ হল 'মর্জি'। যে রূপ বা ভঙ্গির দ্বারা ক্রিয়ার কাজের পদ্ধতি প্রকাশ পায় তাকে ক্রিয়ার ভাব বলে।

২.২৩ ক্রিয়ার ভাব কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ক্রিয়ার ভাব চার প্রকার। যথা—নির্দেশক ভাব, অনুজ্ঞা ভাব, সংযোজক ভাব এবং ইচ্ছাদ্যোতক ভাব। তবে নির্দেশক এবং অনুজ্ঞা ভাবের পৃথক ক্রিয়ারূপ থাকলেও, সংযোজক ও ইচ্ছাদ্যোতক ভাবের কোনো আলাদা ক্রিয়ারূপ নেই। এরা অব্যয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হয়।

২.২৪ নির্দেশক ভাবের অপর নাম কী?

উত্তর নির্দেশক ভাবের অপর নাম নির্ধারক বা অবধারক ভাব।

২.২৫ নির্দেশক ভাব কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর কোনো কাজ যে সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, সেই ক্রিয়ার ভাবকে নির্দেশক ভাব বলে। যেমন—পাখি ওড়ে। এখানে 'ওড়ে' ক্রিয়াপদটি শুধু 'ওড়া' ক্রিয়াটুকুই নির্দেশ করছে।

২.২৬ অনুজ্ঞা ভাব কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর কর্তার আদেশ, উপদেশ, অনুমোদন, প্রার্থনা, অনুরোধের ভাব যে বাক্যের ক্রিয়াপদের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে ওঠে সেই বাক্যের ক্রিয়ার ভাবকে বলে অনুজ্ঞা ভাব। যেমন—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমার আশা পূর্ণ হোক, এসো হে বৈশাখ। এখানে 'করুন', 'হোক', 'এসো' এগুলির ভিতর দিয়ে বক্তার প্রার্থনা, অনুরোধ প্রভৃতি অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

২.২৭ অনুজ্ঞা ভাবের অপর নাম কী?

উত্তর অনুজ্ঞা ভাবের অপর নাম নিয়োজক ভাব।

২.২৮ নির্দেশক ভাব ক্রিয়ার কোন্ কোন্ কালে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর নির্দেশক ভাব অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তিনটি কালের ক্রিয়ারূপেই ব্যবহৃত হয়।

২.২৯ অনুজ্ঞা ভাব ক্রিয়ার কোন্ কোন্ কালে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর অনুজ্ঞা ভাব বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত হয়।

২.৩০ কোন্ ভাবগুলির বিভক্তি আছে?

উত্তর কেবলমাত্র নির্দেশক ও অনুজ্ঞা ভাবেই বিভক্তি আছে।

২.৩১ 'সে করে'—এখানে 'করে' ক্রিয়ার কোন্ ভাবটি নির্দেশ করছে?

উত্তর এখানে 'করে' ক্রিয়াটি নির্দেশক ভাবের প্রকাশক।

২.৩২ 'দুপুরে ঘুমিও না'—এখানে 'ঘুমিও' ক্রিয়াপদটিতে ক্রিয়ার কোন্ ভাবটি নির্দেশ করছে?

উত্তর এখানে 'ঘুমিও' হল অনুজ্ঞা ভাবের প্রকাশক।

২.৩৩ আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, উপদেশ ও উপেক্ষা এগুলি বক্তার কোন্ ভাবের প্রকাশ করে?

উত্তর আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, উপদেশ ও উপেক্ষা অনুজ্ঞা ভাবকে প্রকাশ করে।

২.৩৪ বাক্যে ক্রিয়ার প্রয়োগ ও ব্যবহার অনুযায়ী ক্রিয়াপদকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ক্রিয়ার প্রয়োগ ও ব্যবহার অনুযায়ী ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা : (ক) সমাপিকা ক্রিয়া (খ) অসমাপিকা ক্রিয়া।

২.৩৫ সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন—রহিম বই পড়িতেছে। কৃষকটি মাঠে গেল। এখানে 'পড়িতেছে' এবং 'গেল' এই দুটি ক্রিয়াপদে বাক্যটি সম্পূর্ণ হল।

২.৩৬ অসমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর যে সকল ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের অর্থ ও গঠনে অসম্পূর্ণতা থেকে যায় তাদের অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন—অমিত তাকে দেখে যাবে। এখানে 'দেখে' এই ক্রিয়াপদটির দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

২.৩৭ ধাতুর সঙ্গে প্রধানত কয়টি প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হয় এবং কী কী? উদাহরণ দাও।

উত্তর ধাতুর সঙ্গে সাধারণত তিনটি প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হয়। যেমন—'ইয়া' প্রত্যয় যোগে √খেল্ + ইয়া = খেলিয়া / খেলে। 'ইলে' প্রত্যয় যোগে।—√বল্ + ইলে = বলিলে / বললে। 'ইতে' প্রত্যয় যোগে—√ + ইতে + দেখিতে / দেখতে।

২.৩৮ বাক্যের অর্থ প্রকাশ করতে পারে কোন্ ক্রিয়াপদ?

উত্তর বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে সমাপিকা ক্রিয়া।

২.৩৯ 'ইতে' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর 'ইতে' প্রত্যয় যোগে—√বল্ + ইতে = বলিতে / বলতে।

২.৪০ 'ইলে' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর 'ইলে' প্রত্যয় যোগে—√চল্ + ইলে = চলিলে / চললে।

২.৪১ 'ইয়া' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় যোগে—√কর্ + ইয়া = করিয়া / করে।

২.৪২ অর্থ ও কর্ম ভেদে ক্রিয়াপদকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?

উত্তর অর্থ ও কর্ম ভেদে ক্রিয়াপদকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা— (১) সকর্মক ক্রিয়া, (২) অকর্মক ক্রিয়া।

২.৪৩ সকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর যে সকল ক্রিয়ার কর্ম আছে তাদের সকর্মক ক্রিয়া বলে। যথা—আকাশ হিমাংশুকে বইটা দিল। আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে? ইত্যাদি। এখানে বাক্যের ক্রিয়াগুলিতে কর্ম আছে তাই এগুলি সকর্মক ক্রিয়া।

২.৪৪ সকর্মক ক্রিয়াকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর সকর্মক ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা—(ক) এককর্মক এবং (খ) দ্বিকর্মক।

২.৪৫ দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কয়টি কর্ম?

উত্তর দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম—মুখ্য কর্ম এবং গৌণ কর্ম। যেমন—আমি তোমার জামাটি নিলাম। এখানে নিলাম ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম হল 'জামাটি' এবং গৌণ কর্ম হল 'তোমার'।

২.৪৬ একটি প্রযোজক ক্রিয়ার উদাহরণ দাও।

উত্তর রমেনবাবু মিস্তিরিকে দিয়ে কলটা <u>সারিয়ে নেবেন</u>। / দিদিমণি মেয়েদের <u>পড়াচ্ছেন</u>।

২.৪৭ যৌগিক ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

উত্তর একের অধিক ক্রিয়া নিয়ে তৈরি বলে একে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন : অমল একাই সব খেয়ে ফেলল। এখানে একটি অসমাপিকা (খেয়ে) এবং আর-একটি সমাপিকা (ফেলল) ক্রিয়া আছে। তবে যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থটিই প্রাধান্য পায়। তাই অসমাপিকাটিকে মুখ্য (উপরের বাক্যে 'খেয়ে') এবং সমাপিকাটিকে (উপরের বাক্যে 'ফেলল') গৌণ ক্রিয়া বলে।

২.৪৮ নামধাতুজ ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

উত্তর নামধাতুর (বিষা, হাতা, ঘুমা) সঙ্গে কালবাচক ধাতুপ্রত্যয় এবং পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করলে নামধাতুজ ক্রিয়া পাওয়া যায়। যেমন : 'যাহারা তোমার <u>বিষাইছে</u> বায়ু।'

২.৪৯ ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

উত্তর ধ্বন্যাত্মক ধাতু ব্যবহার করে ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া তৈরি করা হয়। যেমন : বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো বড়ো <u>চুলবুলাচ্ছে</u>। পা-টা ব্যথায় <u>টনটনাচ্ছে</u>।

২.৫০ সংযোগমূলক ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

উত্তর একাধিক পদ সমন্বিত ক্রিয়ার মধ্যে একটি পদ বিশেষ্য বা বিশেষণ হলে তাকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে। যেমন : দৌড় লাগানো, লাফ দেওয়া প্রভৃতি। এখানে দৌড় বা লাফ বিশেষ্য + লাগানো বা দেওয়া ক্রিয়া। আবার <u>নির্বাপিত করা</u>—এক্ষেত্রে বিশেষণের সঙ্গে ক্রিয়া যুক্ত হয়েছে।

বাক্যে প্রয়োগ করে উদাহরণ : দিদিমণিকে <u>জিজ্ঞাসা করো</u>। (বিশেষ্য) + (ক্রিয়া) = সংযোগমূলক ক্রিয়া।

২.৫১ যৌগিক ক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগমূলক ক্রিয়ার পার্থক্য কী?

উত্তর উভয় ক্রিয়াই একাধিক পদ সমন্বিত। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ার সবগুলিই ক্রিয়াপদ হয়, (যেমন : বসে পড়ল, করে ফেলল প্রভৃতি) আর সংযোগমূলক ক্রিয়ার একটি পদ বিশেষ্য বা বিশেষণ হয় (যেমন : হাত লাগানো, দৌড়ে যাও প্রভৃতি)।

২.৫২ কর্ম নেই এমন একটি সকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ দাও।

উত্তর তিনি <u>যাচ্ছেন</u>। যে <u>দেখল</u>। এই বাক্যগুলো 'যাচ্ছেন', 'দেখল' ক্রিয়াগুলির কোনো কর্ম নেই। কিন্তু এরা সকর্মক, কেননা এরা কর্ম তৈরি করে নিতে পারে।

২.৫৩ মৌলিক কাল বলতে কী বোঝ?

উত্তর যে ক্রিয়ারূপের কাল একটিমাত্র ধাতুকে নিয়ে গঠিত হয়, তাকে মৌলিক কাল বলে। (i) সাধারণ বর্তমান কাল : √বল + ই = বলি। (ii) সাধারণ অতীত কাল : √বল্ + ইল্ + অ = বলিল। (iii) নিত্যবৃত্ত অতীত কাল : √বল্ + ইত্ + এ = বলিতে > বলতে। (iv) সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : √বল্ + ইব + এ = বলিবে > বলবে।

২.৫৪ যৌগিক কাল বলতে কী বোঝ?

উত্তর যে ক্রিয়ারূপের কাল একাধিক ধাতু সংযোগে গঠিত হয়, তাকে যৌগিক কাল বলে। √কর্ + ইতে + √থাক্ + ইব্ + এ = করিতে থাকিবে > করতে থাকবে।

২.৫৫ একটি যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়ার উদাহরণ দাও।

উত্তর যে যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা অন্যকে দিয়ে কাজ করানো বোঝানো হয়, তাকে যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন : খাইয়ে দিল প্রভৃতি।